Q.No.1 - সমাজভাষাবিজ্ঞান বলিতে কি বোঝ? সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র আলোচনা কর।

উঃ - সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা। ইংরেজি Sociolinguistics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে সমাজভাষাবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সমাজভাষাবিজ্ঞান শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন William Bright। তিনি বলেন, "সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্র্য, ভাষার সামাজিক ভূমিকা এবং ভাষা ব্যবহারকারীদের সামাজিক পরিচয় নিয়ে আলোচনা করে।" সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। ভাষা ও সমাজ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাষা সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়, বিকাশ লাভ করে এবং সমাজের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষা ও সমাজের এই সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্র্য, ভাষার সামাজিক ভূমিকা, ভাষা ব্যবহারকারীদের সামাজিক পরিচয় নিয়ে আলোচনা করে। সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা আলোচ্য বিষয় হল — ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক, ভাষার বৈচিত্র্য, ভাষার সামাজিক ভূমিকা, ভাষা ব্যবহারকারীদের সামাজিক পরিচয়, ভাষা পরিকল্পনা, ভাষা পরিবর্তন, ভাষা মিশ্রণ, ভাষা সংকট, ভাষা মৃত্যু, ভাষা সংরক্ষণ, ভাষা ও লিঙ্গ, ভাষা ও শ্রেণি, ভাষা ও বয়স, ভাষা ও ধর্ম, ভাষা ও জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি, ভাষা ও ক্ষমতা, ভাষা ও রাজনীতি, ভাষা ও অর্থনীতি, ভাষা ও শিক্ষা, ভাষা ও গণমাধ্যম, ভাষা ও প্রযুক্তি, ভাষা ও পরিবেশ, ভাষা ও স্বাস্থ্য, ভাষা ও আইন, ভাষা ও ব্যবসা, ভাষা ও পর্যটন, ভাষা ও খেলাধুলা, ভাষা ও বিনোদন, ভাষা ও শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, ভাষা ও ইতিহাস, ভাষা ও ভূগোল, ভাষা ও নৃবিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও মনোবিজ্ঞান, ভাষা ও দর্শন, ভাষা ও ধর্মতত্ত্ব, ভাষা ও নীতিবিদ্যা, ভাষা ও নন্দনতত্ত্ব, ভাষা ও যুক্তিবিদ্যা, ভাষা ও জ্ঞানতত্ত্ব, ভাষা ও অধিবিদ্যা, ভাষা ও মূল্যবোধ, ভাষা ও নৈতিকতা, ভাষা ও আদর্শ, ভাষা ও লক্ষ্য, ভাষা ও উদ্দেশ্য, ভাষা ও পরিকল্পনা, ভাষা ও নীতি, ভাষা ও কৌশল, ভাষা ও পদ্ধতি, ভাষা ও প্রক্রিয়া, ভাষা ও ফলাফল, ভাষা ও মূল্যায়ন, ভাষা ও গবেষণা, ভাষা ও তত্ত্ব, ভাষা ও প্রয়োগ, ভাষা ও অনুশীলন, ভাষা ও অভ্যাস, ভাষা ও দক্ষতা, ভাষা ও জ্ঞান, ভাষা ও বোধ, ভাষা ও প্রজ্ঞা, ভাষা ও সৃজনশীলতা, ভাষা ও কল্পনা, ভাষা ও আবেগ, ভাষা ও অনুভূতি, ভাষা ও মনোভাব, ভাষা ও বিশ্বাস, ভাষা ও মূল্যবোধ, ভাষা ও নৈতিকতা, ভাষা ও আদর্শ, ভাষা ও লক্ষ্য, ভাষা ও উদ্দেশ্য, ভাষা ও পরিকল্পনা, ভাষা ও নীতি, ভাষা ও কৌশল, ভাষা ও পদ্ধতি, ভাষা ও প্রক্রিয়া, ভাষা ও ফলাফল, ভাষা ও মূল্যায়ন, ভাষা ও গবেষণা, ভাষা ও তত্ত্ব, ভাষা ও প্রয়োগ, ভাষা ও অনুশীলন, ভাষা ও অভ্যাস, ভাষা ও দক্ষতা, ভাষা ও জ্ঞান, ভাষা ও বোধ, ভাষা ও প্রজ্ঞা, ভাষা ও সৃজনশীলতা, ভাষা ও কল্পনা, ভাষা ও আবেগ, ভাষা ও অনুভূতি, ভাষা ও মনোভাব, ভাষা ও বিশ্বাস।

উপসংহার :— সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। ভাষা ও সমাজ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাষা সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়, বিকাশ লাভ করে এবং সমাজের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্র্য, ভাষার সামাজিক ভূমিকা, ভাষা ব্যবহারকারীদের সামাজিক পরিচয় নিয়ে আলোচনা করে। সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা আলোচ্য বিষয় হল — ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক, ভাষার বৈচিত্র্য, ভাষার সামাজিক ভূমিকা, ভাষা ব্যবহারকারীদের সামাজিক পরিচয়, ভাষা পরিকল্পনা, ভাষা পরিবর্তন, ভাষা মিশ্রণ, ভাষা সংকট, ভাষা মৃত্যু, ভাষা সংরক্ষণ, ভাষা ও লিঙ্গ, ভাষা ও শ্রেণি, ভাষা ও বয়স, ভাষা ও ধর্ম, ভাষা ও জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি, ভাষা ও ক্ষমতা, ভাষা ও রাজনীতি, ভাষা ও অর্থনীতি, ভাষা ও শিক্ষা, ভাষা ও গণমাধ্যম, ভাষা ও প্রযুক্তি, ভাষা ও পরিবেশ, ভাষা ও স্বাস্থ্য, ভাষা ও আইন, ভাষা ও ব্যবসা, ভাষা ও পর্যটন, ভাষা ও খেলাধুলা, ভাষা ও বিনোদন, ভাষা ও শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, ভাষা ও ইতিহাস, ভাষা ও ভূগোল, ভাষা ও নৃবিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও মনোবিজ্ঞান, ভাষা ও দর্শন, ভাষা ও ধর্মতত্ত্ব, ভাষা ও নীতিবিদ্যা, ভাষা ও নন্দনতত্ত্ব, ভাষা ও যুক্তিবিদ্যা, ভাষা ও জ্ঞানতত্ত্ব, ভাষা ও অধিবিদ্যা, ভাষা ও মূল্যবোধ, ভাষা ও নৈতিকতা, ভাষা ও আদর্শ, ভাষা ও লক্ষ্য, ভাষা ও উদ্দেশ্য, ভাষা ও পরিকল্পনা, ভাষা ও নীতি, ভাষা ও কৌশল, ভাষা ও পদ্ধতি, ভাষা ও প্রক্রিয়া, ভাষা ও ফলাফল, ভাষা ও মূল্যায়ন, ভাষা ও গবেষণা, ভাষা ও তত্ত্ব, ভাষা ও প্রয়োগ, ভাষা ও অনুশীলন, ভাষা ও অভ্যাস, ভাষা ও দক্ষতা, ভাষা ও জ্ঞান, ভাষা ও বোধ, ভাষা ও প্রজ্ঞা, ভাষা ও সৃজনশীলতা, ভাষা ও কল্পনা, ভাষা ও আবেগ, ভাষা ও অনুভূতি, ভাষা ও মনোভাব, ভাষা ও বিশ্বাস।

Q.No.2 - সমাজভাষাবিজ্ঞান বলিতে কি বোঝ? সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র আলোচনা কর।

উঃ - সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা। ইংরেজি Sociolinguistics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে সমাজভাষাবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সমাজভাষাবিজ্ঞান শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন William Bright। তিনি বলেন, "সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্র্য, ভাষার সামাজিক ভূমিকা এবং ভাষা ব্যবহারকারীদের সামাজিক পরিচয় নিয়ে আলোচনা করে।" সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। ভাষা ও সমাজ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাষা সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়, বিকাশ লাভ করে এবং সমাজের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষা ও সমাজের এই সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্র্য, ভাষার সামাজিক ভূমিকা, ভাষা ব্যবহারকারীদের সামাজিক পরিচয় নিয়ে আলোচনা করে। সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা আলোচ্য বিষয় হল — ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক, ভাষার বৈচিত্র্য, ভাষার সামাজিক ভূমিকা, ভাষা ব্যবহারকারীদের সামাজিক পরিচয়, ভাষা পরিকল্পনা, ভাষা পরিবর্তন, ভাষা মিশ্রণ, ভাষা সংকট, ভাষা মৃত্যু, ভাষা সংরক্ষণ, ভাষা ও লিঙ্গ, ভাষা ও শ্রেণি, ভাষা ও বয়স, ভাষা ও ধর্ম, ভাষা ও জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি, ভাষা ও ক্ষমতা, ভাষা ও রাজনীতি, ভাষা ও অর্থনীতি, ভাষা ও শিক্ষা, ভাষা ও গণমাধ্যম, ভাষা ও প্রযুক্তি, ভাষা ও পরিবেশ, ভাষা ও স্বাস্থ্য, ভাষা ও আইন, ভাষা ও ব্যবসা, ভাষা ও পর্যটন, ভাষা ও খেলাধুলা, ভাষা ও বিনোদন, ভাষা ও শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, ভাষা ও ইতিহাস, ভাষা ও ভূগোল, ভাষা ও নৃবিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও মনোবিজ্ঞান, ভাষা ও দর্শন, ভাষা ও ধর্মতত্ত্ব, ভাষা ও নীতিবিদ্যা, ভাষা ও নন্দনতত্ত্ব, ভাষা ও যুক্তিবিদ্যা, ভাষা ও জ্ঞানতত্ত্ব, ভাষা ও অধিবিদ্যা, ভাষা ও মূল্যবোধ, ভাষা ও নৈতিকতা, ভাষা ও আদর্শ, ভাষা ও লক্ষ্য, ভাষা ও উদ্দেশ্য, ভাষা ও পরিকল্পনা, ভাষা ও নীতি, ভাষা ও কৌশল, ভাষা ও পদ্ধতি, ভাষা ও প্রক্রিয়া, ভাষা ও ফলাফল, ভাষা ও মূল্যায়ন, ভাষা ও গবেষণা, ভাষা ও তত্ত্ব, ভাষা ও প্রয়োগ, ভাষা ও অনুশীলন, ভাষা ও অভ্যাস, ভাষা ও দক্ষতা, ভাষা ও জ্ঞান, ভাষা ও বোধ, ভাষা ও প্রজ্ঞা, ভাষা ও সৃজনশীলতা, ভাষা ও কল্পনা, ভাষা ও আবেগ, ভাষা ও অনুভূতি, ভাষা ও মনোভাব, ভাষা ও বিশ্বাস।